শিক্ষার্থীদের মামলা দিয়ে হয়রানি না করার ও আটকদের ছেড়ে দেয়ার দাবি

সংবাদ : | নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

| ঢাকা , বৃহস্পতিবার, ০৯ আগস্ট ২০১৮

নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের গ্রেফতার ও মামলা দিয়ে হয়রানি না করার দাবি জানিয়েছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও উদ্যোক্তারা। আটক শিক্ষার্থীদের মুক্তি দাবি করে তারা বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের এখন নির্যাতন করা হলে ভবিষ্যতেও তারা এই ধরনের কাজে জড়িয়ে পরতে পারে।’ তবে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, ‘মাফ করার কিছু নেই। আমরা মাফ করার কে? কেউ যদি বেআইনি কাজ করে থাকে, আইন লঙ্ঘন করে থাকে সেটা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তদন্তেই প্রমাণিত হবে।’

গতকাল রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) আয়োজনে ‘বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যবৃন্দের সঙ্গে জরুরি মতবিনিময় সভায়’ তারা এ কথা বলেন।

ইউজিসি সভাপতি প্রফেসর আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসাইন। সভায় প্রায় একশ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ ও ট্রাস্টি বোর্ডের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

সভায় উপাচার্যরা বলেন, গত ২৯ আগস্ট রাজধানীর কুর্মিটোলায় দুই শিক্ষার্থী বাসচাপায় নিহত হওয়ার পর একযোগে রাস্তায় নেমেছিল বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ শিক্ষার্থী। ৫ আগস্টের মধ্যে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের আন্দোলন থেমে যায়। প্রথমদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নামেনি। একেবারে শেষ দিকে তারা আন্দোলনে যোগ দেয়। উপাচার্যরা চেষ্টা করেছে তাদের নিয়ন্ত্রণ করার। এজন্য প্রথমদিকে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় হতে পারেনি।

কিন্তু গত ৬ আগস্ট তাদের তৃতীয় একটি পক্ষ ব্যবহার করে। তাদের প্রভাবিত করে, এর ভেতরে তৃতীয় পক্ষ ঢুকে গিয়েছে। কেউ কেউ আন্দোলনে জড়িয়েছে। এই পরিস্থিতি সামলাতেই বাধ্য হয়ে কেউ কেউ তৎক্ষণাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস পরীক্ষা স্থগিত করে। এরপর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে উত্তেজিত ছাত্রদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা বসেন উপাচার্যরা। পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়, যেন তারা শিক্ষার্থীদের ওপর আক্রমণাত্মক না হয়।

সভায় ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল মান্নান চৌধুরী বলেন, 'দেশে ১০৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এর মধ্যে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বিভ্রান্ত হয়েছে। কেউ কেউ না বুঝে অন্যের প্ররোচনায় আন্দোলনে জড়িয়েছে। তাদের সাধারণ দায়মুক্তি দেয়া উচিত। কারণ পরিস্থিতি কোন না কোন কারণেই তো সৃষ্টি হয়েছে।'

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির মহাসচিব ও নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য বেনজীর আহমেদ বলেন, 'দুর্ঘটনার (আন্দোলন) পর পরই আমরা সমিতির পক্ষ থেকে এ বিষয়ে একটি সেল গঠন করি। ইস্ট ওয়েস্ট, নর্থ সাউথ, ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, এআইইউবি'সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করি। এই আন্দোলনে কারো ইন্দন ছিল। কিন্তু শিক্ষার্থীদের হয়রানি করা উচিত নয়।'

প্রাইম এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. আব্দুল হান্নান চৌধুরী বলেন, 'উপাচার্যদের অনুমতি ছাড়া পুলিশ যাতে কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে না পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা শুনেছি, আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আটক করে পুরনো মামলায় জড়ানো হচ্ছে, এটি উচিত নয়। আটক সকল শিক্ষার্থীকেই মুক্তি দেয়া উচিত। তা না হলে ভবিষ্যতেও শিক্ষার্থীরা একই কাজ করতে পারে।'

তিনি বলেন, 'ধানমন্ডি, রামপুরা, উত্তরা ও বসুন্ধরা এলাকায় কিছুটা বিশৃঙ্খলা হয়েছে। আমাদের প্রতিষ্ঠান বনানীতে, সেখানে কোনো আন্দোলন হয়নি। কারণ ঘটনার পর পরই আমরা নিয়মিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে শুরু করি।'

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. আতিকুল ইসলাম বলেন, 'আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা কমে যায়। এতে শিক্ষার্থীদের যাতায়াতে কিছুটা সমস্যা হলেও আমরা ক্লাস বন্ধ করিনি। কিন্তু গত ৬ জুলাই আমরা দেখি কিছুসংখ্যক লোক- তারা ছাত্রও হতে পারে, অছাত্রও হতে পারে, লাঠিসোটা নিয়ে আমাদের ক্যাম্পাসে ঢোকার চেষ্টা করে। এরপর আমাদের ছাত্ররা সেটা ৬/৭'শ হতে পারে, নেমে পড়ে।'

বর্তমানে বসুন্ধারায় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস শান্ত রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'গণপরিবহন চলাচল স্বাভাবিক হলে কোনো ঝামেলা হবে না।'

ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর আমিনুল হক আটক হওয়া সকল শিক্ষার্থীর মুক্তি দাবি করে বলেন, 'কোনো শিক্ষার্থীকেই যাতে রিমান্ডে দেয়া না হয়।'

আন্দোলনে তৃতীয় পক্ষের কেউ জড়িত থাকলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানিয়ে নর্দান ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ড. আনোয়ারুল করিম বলেন, 'আটক শিক্ষার্থীদের কোনো ধরনের নির্যাতন করা যাবে না। তাদের বোঝাতে হবে।

পাশাপাশি দুর্ঘটনার জন্য দায়ী বাস চালক, মালিক সমিতির বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।'

সভায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির সভাপতি শেখ কবির হোসেন বলেন, 'আন্দোলন শুরু হওয়ার পর পরই আমি ৩০/৪০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বোর্ড চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলি। তাদের বলেছি, আন্দোলন বড় হতে দেয়া যাবে না, শিক্ষার্থীদের সামলাতে হবে।'

ঢাকা শহরজুড়েই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছড়িয়ে রয়েছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, 'সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের থামানো কঠিন; কারণ তারা বিনা পয়সায় লেখাপড়া করে। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা পয়সা দিয়ে পড়ে।'

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য

উপাচার্য ও উদ্যোক্তাদের বক্তব্যের পর শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'আমরা কাউকে মুক্তি দেয়ার অধিকার রাখি না। ছাত্ররা যদি প্রকৃত অর্থেই অপরাধ করেন, আইন লঙ্ঘন করেন, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। তবে কেউ যদি নিরপরাধ হয়, তা প্রমাণিত হলে সে মুক্তি পাবে।'

পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে না পারলে উপাচার্যদের জবাবদিহি করতে হবে মন্তব্য করে মন্ত্রী বলেন, 'হঠাৎ করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কেন নামলো? ৬ তারিখের ঘটনা আমাদের কারো কাম্য ছিল না। হয়তো কেউ ভুল বুঝিয়ে, গুজব ছড়িয়ে নিয়ে

গেছে। শিক্ষার্থীকে সঠিকপথে পরিচালনার দায়িত্ব ভিসিদের। না পারলে জবাবদিহি করতে হবে। আমরা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসি আপনাদের পাশে আছি।'